দৈনিক বাংলা

তারিখ 09 SEP 1990
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

32

সাক্ষরতা দিবস পালিত
শিল্প ও জনসংখ্যা পরিকল্পনায় সমন্বয় সাধনের আহ্বান

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে গতকাল বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থা আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তাগণ বলেন, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতি অনেকখানি সামনে এগিয়ে যেতে পারে।

ইন্সটিটিউট অব রুরাল জার্নালিস্টস আয়োজিত সভায় আলোচকগণ বলেন, প্রতিটি নাগরিকের শিক্ষালাভের অধিকার রয়েছে। এদিক থেকে বর্তমান সরকারের প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার কর্মসূচী প্রশংসনীয়। তারা পথকলি ট্রাস্টের কর্মসূচীকে মহৎ বলে মন্তব্য করেন। ইন্সটিউটের সাধারণ সম্পাদিকা রোকেয়া নূরুন্নেসার সভাপতিত্বে এ সভায় বক্তৃতা করেন আবদুল হালিম ভূঁইয়া, এস এন গোস্বামী, নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সমাজকল্যাণ উপ-পরিষদের আলোচনা সভায় অংশ নেন ডঃ আবদুল্লাহ আল-মুতী, ডঃ নওশেবা শরাফী, ডঃ শরীফা খাতুন, আয়শা খানম ও হেনা দাস। সভাপতিত্ব করেন কবি বেগম সুফিয়া কামাল।

জাতীয় মক্তব শিক্ষা সমন্বয় সংস্থার সভায় ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধনের আহ্বান জানানো হয়।

সংস্থার সভাপতি মওলানা ইলিয়াস পাটোয়ারী এতে সভাপতিত্ব করেন।

কিন্ডারগার্টেন পরিচালক সমিতি, লীগ্যাল এইড এন্ড হিউম্যান রাইট এসোসিয়েশন, জনদল এবং গণশিক্ষা সংঘও এ উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজনকরে।

বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতির মহাসচিব অধ্যাপক মোহম্মদ ওসমান গনি বলেছেন, প্রেসিডেন্ট এরশাদ প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছেন। গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করেছেন। সংসদে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয়েছে। এসব কর্মসূচী বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশে দুহাজার সাল নাগাদ "সবার জন্য শিক্ষা" ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হতে পারে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্তকরেছেন।

তিনি শনিবার আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সার্বজনীন শিক্ষা বিস্তারে সমিতির ১৯দফা সুপারিশমালা ব্যাখ্যা করেন।

তিনি বলেন, জাতীয় শিক্ষা কমিশনগুলোর রিপোর্টে প্রদত্ত সুপারিশমালার আলোকে বিরাজমান অর্থ-নৈতিক আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা দরকার। একই সাথে সঠিক পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে শিক্ষা পরিকল্পনা করতে হবে এবং তাতে শিক্ষা ও জনসংখ্যা পরিকল্পনার সমন্বয় সাধন করাও দরকার।